দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 8 MAY 2013
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৬

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে

— প্রফেসর ড. মো. হারুনর রশীদ খান

ইত্তেফাক: বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণের কাজ কতটা এগিয়েছে?

মো. হারুনর রশীদ খান: অবশেষে কর্ণকাঠিতে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ৫০ একর জায়গা নিয়ে বিভিন্ন ভবন গড়ে উঠবে। আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে যাবতীয় নির্মাণকাজ শেষ হবে বলে আশা করছি। নির্মাণকাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের স্থাপত্যশৈলীকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কেবল সৌন্দর্যে সেরা হবে না, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হিসেবে বেড়ে উঠবে, এমন প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে এবং আশা করি সফল হবে ইনশাল্লাহ।

ইত্তেফাক: বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আপনার কোনো ব্যতিক্রমী পরিকল্পনা রয়েছে কি না?

মো. হারুনর রশীদ খান: ভিজিটিং অধ্যাপকও নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের বাইরে খ্যাতির সঙ্গে কাজ করছেন, এমন শিক্ষকদের বিষয়টিও আমরা বিবেচনায় রেখেছি। বরিশাল বিভাগের যারা বিশ্বের সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করছেন, তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগের চেষ্টা করব। ভিজিটিং অধ্যাপকরা হয়তো স্বল্প সময়ের জন্য আসবেন এবং এ সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট কোর্স সম্পন্ন করবেন। এছাড়া লাইব্রেরি খোলা রাখা, ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ এবং গ্রুপ বিভক্ত করে শিক্ষাকার্যক্রমে শিক্ষকদের সহায়তা দেয়া।

ইত্তেফাক: শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে কোন বিষয়টি প্রাধান্য দিচ্ছেন?

মো. হারুনর রশীদ খান: শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাজীবনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকতে হবে প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি। কেবল ইংরেজি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে কিছুটা ছাড় দিতে হতে পারে। কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রেও ভালো ফলাফলধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

ইত্তেফাক: বরিশালবাসীর কাছে আপনার কোন আবেদন আছে কী?

মো. হারুনর রশীদ খান: বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পূর্ণ রূপ দিতে তারা ভবন নির্মাণ এমনকি রুমের ব্যয়ভার বহন থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক বিষয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। এক বা একাধিক ব্যক্তি মিলে ছাত্রাবাস তৈরি করে দিতে পারেন। কিংবা অনেকে মিলেও এ কাজ করতে পারেন। যারা যেভাবে অবদান রাখবেন, অবশ্যই তার স্বীকৃতি দিতে আমরা কার্পণ্য করব না। গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনেও সহায়তা চাই। আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাসহ ক্লাসরুম স্থাপনও কেউ করে দিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য শুরুতে ছাত্রাবাস না থাকায় তাদের যাতায়াতে কিছু সমস্যা হচ্ছে। বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ এ জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস চালু করতে পারেন।

ইত্তেফাক: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

মো. হারুনর রশীদ খান: বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেতুবন্ধন করে দিতে চাই। সে লক্ষ্যে হয়তো ভবিষ্যতে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়ের সমঝোতা চুক্তি করা হতে পারে। আমার বিশ্বাস, আধুনিকমানের দক্ষিণাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ইত্তেফাক: মূল ক্যাম্পাসে কত সাল নাগাদ যেতে পারবেন?

মো. হারুনর রশীদ খান: আমাদের লক্ষ্য চলতি বছরের মধ্যে কর্ণকাঠি সংলগ্ন নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়া। সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৬টি ভবন নির্মাণ করা হবে। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা। অবকাঠামোগত স্থাপনা নির্মাণের কাজ চলছে।